সংবাদ

তারিখ ... 04 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮ ...

সৃজনশীল পদ্ধতির ৭ বছর

শিক্ষকদের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থী

একমাত্র ভরসা নোট ও গাইড বই

রাম প্রসাদ সরকার দীপু, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)

'সনাতন প্রশ্ন পদ্ধতি' বাদ দিয়ে উন্নত বিশ্বের ধারনায় চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটাতে সৃজনশীল পদ্ধতি শুরু হওয়ার ৭ বছর পার হলেও মানিকগঞ্জের ঘিওরের বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে এক্ষেত্রে ততটা অগ্রগতি হচ্ছে না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাধ্যে-এখনও জোড়াতালি দিয়ে প্রশ্ন প্রনয়নে একমাত্র ভরসা নোট ও গাইড বই। চিন্তা শক্তির বিকাশ ঘটাতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলেও এখনও বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষকদের দখলে রয়েছে নোট ও গাইড বই। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা না বুঝে শুনে কোমলমতি ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিচ্ছেন গাইড বই। শিক্ষকদের দক্ষতার ঘাটতি ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবেই সৃজনশীল গাইড বইয়ের চাহিদা বাজারে বেশি-বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা পর্যাপ্ত নয়। ২০০৯ সালে মাধ্যমিক স্তরে চালু করা হয় এ পদ্ধতি। দীর্ঘ ৭ বছর পার হলেও খোদ শিক্ষকরাই পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেনি। এই পদ্ধতির প্রশ্ন প্রনয়ন করতে না পেরে এখনও কোথাও কোথাও বাইরে থেকে প্রশ্ন কিনে পরীক্ষা নিচ্ছেন শিক্ষকরা। পাশাপাশি শ্রেণী কক্ষে সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝাতে ব্যর্থ হচ্ছেন তারা। শিক্ষকরা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না পেয়ে শ্রেণী কক্ষে পড়াতে গিয়ে অনেক শিক্ষকই বিপাকে পরছেন। ৭ থেকে ১৫ দিন নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন অধিকাংশ শিক্ষকরা। তবে এ প্রশিক্ষণ কোন সফলতা বয়ে আনছে না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন শিক্ষক জানান, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। ঘিওর উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সৃজনশীল পদ্ধতির উপরে অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়ে ভাল ধারনা নিতে পারে না। তবে সৃজনশীল উত্তর দেয়া হচ্ছে কিনা তা গোপনে মনিটরিং করে যাচাই করা উচিৎ। সৃজনশীল একটি ভাল পদ্ধতি নিঃসন্দেহে। কিন্তু যেভাবে বাজারে গাইড বই চলছে ছাত্রছাত্রীরা মূল বই পড়তে চায় না। ফলে সৃজনশীল পদ্ধতি উন্নতির ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ঘিওর ডি.এন পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান শিকদার জানান, আমাদের বিদ্যালয়ে জেনারেল শাখায় ১৮ জন এবং ভোকেশনাল শাখায় ১২ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এছাড়া ৫ জন শিক্ষক পারটাইম কাজ করছেন। তারা সবাই সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ট্রেনিং প্রাপ্ত। ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২ শতাধিক। দীর্ঘ দিন যাবৎ অত্যন্ত সুনামের সাথে এ বিদ্যালয়টির পড়ালেখা চলছে। এদিকে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর টাউট শিক্ষকরা বাংলা, সমাজ, বিজ্ঞানে নিবন্ধন করে বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত আছেন। এসমস্ত শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে গণিত, ইংরেজি, ইংরেজি ২য় পত্র প্রাইভেট পড়াচ্ছেন। যদি কোন ছাত্রছাত্রী এ সমস্ত শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়তে অনিহা প্রকাশ করে তবে ঐ সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ সহ পরীক্ষার খাতায় নম্বর কম দেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ দিকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিক্ষকরা প্রতি মাসে ৫শ থেকে ৭শ টাকা বেতন নিয়ে প্রাইভেট এবং কোচিং পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইসব শিক্ষকদের একমাত্র ভরসা গাইড এবং নোট বই। সৃজনশীল পদ্ধতির ন্যূনতম জ্ঞান অনেক শিক্ষকের মধ্যে নেই। এইসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী তদন্ত টিম গঠন করে গোপনে তদন্ত করলেই তাদের মুখোস খুলে যাবে বলে অভিভাবক মহল জানান। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ রকিব হাসান জানান, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সৃজনশীল পদ্ধতির উপরে ট্রেনিং করানো হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়েই সৃজনশীল পদ্ধতির উপরে ট্রেনিং করানো হবে। এলাকার সচেতন মহল, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ সৃজনশীল পদ্ধতির অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন।